W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 138 /WBHRC/SMC/2017

Date: 13 04.2017

Enclosed is the news item appearing in 'Bartaman' a Bengali daily dated 13.04.2017, captioned '১১ দিন ধরে বন্ধ আয়ুষ্মতী প্রকল্প, সুবিধা-বঞ্চিত গরিব প্রসূতিরা'

1. District Magistrate, South 24-Parganas is directed to furnish a detailed report by 19th May, 2017.
2. Principal Secretary, Health & Family Welfare Department, Govt. of West Bengal is directed to furnish a detailed report by 19th May, 2017.
3. Principal Secretary, Child & Women Development and Social Welfare Department, Govt. of West Bengal is also directed to furnish a detailed report by 19th May, 2017

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

(Naparajit Mukherjee)
Member

(M. S. Dwivedy)
Member

Encl: News Item Dt. 13.04. 17

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC and to send a copy of the order to concerned news paper and uploaded in the website.

১১দিন ধরে বন্ধ আয়ুষ্মতী প্রকল্প, সুবিধা-বঞ্চিত গরিব প্রসূতিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা: সরকারি বিধিনিষেধের জেরে টানা ১১ দিন ধরে ডায়মন্ডহারবার স্বাস্থ্য জেলায় আয়ুষ্মতী প্রকল্পের কাজ বন্ধ। ফলে সরকারি ওই প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিক কোনও সুবিধা পাচ্ছেন না গ্রামের গরিব প্রসূতি মহিলারা। এই ফাঁককে কাজে লাগিয়ে ডায়মন্ডহারবার জেলা হাসপাতালে দালাল চক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে। হাসপাতালের একাংশ চিকিৎসকদের সঙ্গে যোগসাজশে ওই চক্র প্রসূতি মহিলাদের হাসপাতাল থেকে বার করে নার্সিংহোমে নিয়ে যাচ্ছে। সেখানে মোটা টাকা দিয়ে প্রসব করাতে হচ্ছে। আয়ুষ্মতী প্রকল্পে নথিভুক্ত নার্সিংহোমের মালিকদের অভিযোগ, ডায়মন্ডহারবার স্বাস্থ্য জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের অসহযোগিতার জন্য এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এই কারণে গত ১১ দিনে ৩ জন প্রসূতি মহিলা মারা গিয়েছেন বলেও অভিযোগ। এ নিয়ে জেলাশাসক, সভাধিপতি, স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ থেকে শুরু করে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে নালিশ জানিয়েছে সরকারি নথিভুক্ত নার্সিংহোমগুলি।

জেলাশাসক ওয়াই রত্নাকর রাও বলেন, বিষয়টি নজরে এসেছে। বৃহস্পতিবার আলিপুরে ডিস্ট্রিক্ট ভিজেন্স রিভিউসাল কমিটির বৈঠক ডাকা হয়েছে। সেখানে ডায়মন্ডহারবার স্বাস্থ্য জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা স্বাস্থ্য জেলার কর্তারা সকলে থাকবেন। এছাড়াও আয়ুষ্মতী প্রকল্পে নথিভুক্ত নার্সিংহোমের কর্তৃপক্ষকে ডাকা হয়েছে। সেখানে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। জেলা পরিষদের স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায় বলেন, এ নিয়ে মঙ্গলবার ডায়মন্ডহারবার স্বাস্থ্য জেলার কর্তা ডাঃ সোমনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আশা করা যায়, আজ বৃহস্পতিবার থেকে সংশ্লিষ্ট সরকারি অনুমোদনপ্রাপ্ত আয়ুষ্মতী নার্সিংহোমে প্রসূতি মহিলাদের ডেলিভারি হবে। মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সোমনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন, সরকারি নির্দেশ মেনে কাজ করতে বলা হয়েছিল। তাই আমার বিরুদ্ধে বলা হচ্ছে। তবে তা মিটে গিয়েছে। যদিও সংশ্লিষ্ট নার্সিংহোমের মালিকরা জানিয়েছেন, এখনও বিষয়টি মিটমাট হয়নি। বুধবারও আয়ুষ্মতীর কোনও কাজ হয়নি।গ্রামীণ এলাকায় গরিব প্রসূতি মহিলারা অধিকাংশ সময় হাসপাতালমুখী হন না। বাড়িতে তাঁদের বাচ্চা হয়। এজন্য মা ও শিশু প্রায়ই মারা যেত। এটা আটকাতে সরকারিভাবে প্রসূতি মহিলাদের হাসপাতালমুখী করতে আয়ুষ্মতী প্রকল্প। এই প্রকল্পের সুবিধা হল, প্রসূতি মহিলারা যদি হাসপাতালে এবং সরকারি অনুমোদিত নার্সিংহোমে প্রসবের জন্য ভরতি হন, তা হলে তাঁদের বাড়ি থেকে হাসপাতালে যাতায়াতের খরচ দেওয়া হবে। বাচ্চা হওয়া থেকে যাবতীয় ওষুধের খরচ ওই প্রকল্প থেকে দেওয়া হবে।

ডায়মন্ডহারবার স্বাস্থ্য জেলা

ডায়মন্ডহারবার স্বাস্থ্য জেলার নিয়ন্ত্রণে হাসপাতালের বাইরে আয়ুষ্মতী প্রকল্পে নথিভুক্ত বড় সাতটি নার্সিংহোম রয়েছে। যারমধ্যে পাঁচটিতে গত ১১ দিন ধরে ওই প্রকল্পের কাজ বন্ধ হয়ে আছে। নার্সিংহোম মালিকদের অভিযোগ, জেলার স্বাস্থ্য আধিকারিকরা আশা কর্মীদের মাধ্যমে প্রসূতি মহিলাদের ভুল বোঝাচ্ছেন। বলা হচ্ছে, আয়ুষ্মতী প্রকল্পের আওতাভুক্ত নার্সিংহোমে গেলে সেখানে বাচ্চার টিকাকরণ হবে না। বার্থ সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে না। তার জেরে ওই নার্সিংহোমগুলিতে প্রসূতি মহিলারা যাওয়া বন্ধ করে দেন। স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ বলেন, বেশ কিছু জায়গাতে আশা কর্মী ও সরকারি আধিকারিকরা এটা করছিলেন। স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ এও স্বীকার করেন, এই পরিস্থিতির জন্য প্রসূতি মহিলাদের অসুবিধায় পড়তে হয়েছে। টাকা পাননি। বরং কাউকে কাউকে বাইরে নার্সিংহোমে নিয়ে গিয়ে সিজার করাতে হয়েছে। খরচ হয়েছে মোটা অংকের টাকা। তিনি বলেন, সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ভবিষ্যতে এমন করা যাবে না।